আস্তে আস্তে ভাঙতে হয়

মুল রচনা: শিবরাম চক্রবর্ত্তী
নাট্যরুপ: নাট্যশালা

চরিত্র:

মানতু

ক্ষান্তমাসি

মানতু- আপনি কি ক্ষান্তমাসি?

ক্ষান্তমাসি- হ্যাঁ কেন গা?

মানতু- সিধু- আমাদের সিদ্ধেশরের আপনি মাসি তো? সিধু আজ বাড়ি ফিরতে পারবে না।

ক্ষান্তমাসি- কেন কী হয়েছে?

মানতু- বাড়ি ফেরার শক্তি তার নেই। শনিবার দুটোর সময় আপিসের ছুটি জানেন তো? তার ওপর মাসকাবার আজ। মাইনে পেয়েই যেই না সে ফুর্তির চোটে লাফ দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়েছে-একেবারে একটা চলন্ত মোটরের সামনে.....

ক্ষান্তমাসি- চাপা পড়েছে নাকি? অ্যাঁ?

মানতু- না পড়ে নি। মোটরটা তখন ব্যাক করছিল- তাই রক্ষে! মোড় ঘুরছিল গাড়িটা। কিন্তু ঘুরিয়ে নিয়ে সামনে আসতেই দেখা গেল গাড়ির মধ্যে দুটো মুশকো মুশকো লোক। মিচকে শয়তানের মত দেখতে। সিধুকে দেখতে পেয়ে তারা নেমে এল গাড়ী থেকে....

ক্ষান্তমাসি- সেই মুশকো মুশকো লোক দুটো?

মানতু- হ্যাঁ, যমদূতের মত চেহারা। সিধে চলে এলো সিধুর কাছে.....

ক্ষান্তমাসি- মেরে ধরে কেড়ে কুড়ে নিয়েছে তো সব? কি কি নিয়েছে?

মানতু- না নিল আর ক'ই। কাছে আসতেই সিধু তাদের চিনতে পারলো- তাদের ব্রিজ ক্লাবের মেম্বার। যেখানে সে খেলতে যায় সেই তাসের আড্ডার পিন্টু আর পটলা।

ক্ষান্তমাসি- পিন্টু আর পটলা তো কি হয়েছে? পিন্টু পটলার সঙ্গে আমার কি?

মানতু- পিন্টু আর পটলা এসে তাকে চেপে ধরল, বলল আয় সিধু, আমরা চীনে বাজারে জুতো কিনতে যাচ্ছি- আমাদের সঙ্গে চ'। বলে তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেই না বোঁ করে রাস্তার মোড় ঘুরেছে---

ক্ষান্তমাসি- অমনি বুঝি একটা লরি?

মানতু- ঘুরতেই বেণ্টিংক স্ট্রীট। চীনে মুচিদের সারি সারি জুতোর দোকান।দোকানে ঢুকে দরদস্তুর করতে গিয়ে একটা চীনের সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেল সিধুর। সিধু বলল তোমার

জুতো বিলকুল বাজে। বলতেই চীনে মুচিটা ক্ষেপে গেল। একটুতেই ওরা ক্ষেপে যায়-- সব সময়েই ছোরা ছুরি থাকে ওদের কাছে---

ক্ষান্তমাসি- দিয়েছে তো বসিয়ে? হা ভগবান... তখুনি জানি একটা কাণ্ড হবে। পাশের বাড়ীতে রেডিয়োতে আজ সকালে যখনি না মড়া কান্না লাগিয়েছে তখুনি আমি জানি।' একদিন চিনে নেবে তারে'--- বলে ইনিয়ে বিনিয়ে কি কান্নাটাই না কাঁদলো রেডিয়োটা।মরণ হয় না পাশের বাড়ীর রেডিয়োটার।

মানতু- চীনেটা ক্ষেপে গিয়ে জুতোজোড়া কেড়ে নিলো ওর হাত থেকে। বললে, জুতো কিনে তোমার কাজ নেই। জুতো না কিনে রসগুল্লা খেতে বললো, নাকি, জুতো না খেয়ে রসগুল্লা কিনতে বললো, মানে কি যে বললো--- রসগুল্লা না কিনে জুতো খাও।না জুতো না খেয়ে রসগুল্লা কেন, না কি—জুতোও খাও—রসগুল্লাও খাও, কী যে বললো- তা আমি ঠিক বলতে পারব না। মোটের ওপর দোকান থেকে ভাগিয়ে দিল ওদের—

ক্ষান্তমাসি- জুতো মেরে?

মানতু- জুতো না মেরে। তখন সিধু বললো, 'সারি সারি দাড়ি করে দিশেহারা হেথা কি আসিতে আছে?' রাগের মাথায় রবি ঠাকুর কপচে দিল সে। শুনে পটলা বললো দাড়ি কোথায় রে? চীনেদের কি দাড়ি থাকে বোকা? সিধু জবাব দিল, দাড়ি না থাকলেও এরা দিশেহারা করে। আর পিন্টু বললো, ঠিক'ই বলেছে চীনেটা-- চল কোথাও গিয়ে ভালোমন্দ কিছু খাওয়া যাক। কাছাকাছি একটা আপিস ক্যান্টিন ছিল—সেখানে তারা তিনজনে খেতে গেল।চারতলার ওপরে রেস্তরাঁটা, আর তার সিঁড়িটা এমন নড়বড়ে যে...

ক্ষান্তমাসি- ভেঙে পড়ল বুঝি সিঁড়ি?

মানতু- না। সিঁড়ি ভেঙে তারা ওপরে উঠলো। সেই চার তলায়। ছাদের ওপরে। ছাদের খানিকটা আলাদা করে অ্যাজবেস্টস দিয়ে খাবার ঘর বানানো- বাকীটা খোলা ছাদ। সেদিকে আবার কোনো রেলিং নেই, সব সময় পড়ে যাবার ভয়।পা হড়কালো তো গ্যালো—সটান চারতলার নীচে-পীচের রাস্তায়--- ছাত থেকে পড়ে একেবারে ছাতু.....

ক্ষান্তমাসি- পড়েনি তো ছাত থেকে পিছলে? পীচের রাস্তায়?

মানতু- তাও বলি মাসি, ছাতেও কিছু কম পীচ নেই। পানের পীচে একাকার! ছাতেও বেশ পিচকারি। তা পিণ্টুটা কলা খাচ্ছিল আর খোসাগুলো ছড়াচ্ছিল চারধারে। সিধু আপত্তি করল- খোসাগুলো এমন করে যেখানে সেখানে ফেলিস নে-ওগুলো হেলাফেলার জিনিষ নয়।বলল যে, কলাকারু বলে একটা কথা আছে বটে, কিন্তু কলার খোসা কারু

না। তার ওপরে যদি কারু পা পড়ে তো রক্ষে নেই! এমন কি ঐ খোসার জন্যেই ছাদ থেকে- হয়ত বা পৃথিবী থেকেই খসতে হতে পারে কাউকে। শুনে পিন্টু বললে-যা যা তোকে আর কলার খোসামোদ করতে হবে না।

ক্ষান্তমাসি- কলার খোসামোদ? কলার খোসামুদি কেউ করে নাকি? কলা কি রাজা উজীর?

মানতু- কলার খোসা নিয়ে আমোদ আর কি! সিধু ফের তাকে মানা করল- বললো- ফেলিসনে খোসাগুলো এমন করে- আর বলতে না বলতেই পটল তুললো।

ক্ষান্তমাসি- অ্যাঁ, হার্টফেল করল নাকি গো? কী বলচো তুমি? পটল তুললো আমার সিধু?

মানতু- পটল সেই খোসাগুলো তুললো। পটল ওরফে পটলা।তুলে ছাদের এক কোনে করে রাখলো জড়ো। পিন্টু সিধুকে বললে- হতভাগা কলা খা।সিধু সেটাকে গাল মনে করে, সেই কলা নিজের গালে নি দিয়ে পিন্টুর গালে দিলো-কসে লাগাল এক ঘা।–সেই কলার বাড়ি। বেশ শক্ত রকমের কলাকারু একখানা। পিন্টু তাতে রেগে গিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল ছাদের সেই ধারটায় যে ধারে—

ক্ষান্তমাসি- অ্যাঁ, কি সর্বনাশ?

মানতু- যে ধারে খাবার ঘর ছিল সেই ধারে নিয়ে গেল- সেখানে এক বেঞ্চের ওপর তাকে পেড়ে—

ক্ষান্তমাসি- খুব মার লাগালো বুঝি? কি সববোনেশে লোক বাবা তোমার এই---

মানতু- তার মুখে কলা গুজে দিতে লাগলো। খাইয়ে-টাইয়ে বললো হয়েছে কি! চ তোকে আজ আরো কলা খাওয়াবো। কাঁদি কাঁদি। কাঁদিয়ে দেবো তোকে আজ।মাইনে পেয়েছিস তো? এই বলে তাকে ধরে নিয়ে গেল তাসের আড্ডায়.... নিয়ে দরজায় খিল এঁটে....চারধার বেশ বন্ধ করে...

ক্ষান্তমাসি- সেখানে নিয়ে তাকে গুম করে রেখেছে বুঝি?

মানতু- (কান্না জড়ানো স্বরে) খেলায় বসেছে তারা। ব্রিজ খেলায়....

ক্ষান্তমাসি- ব্রিজ খেলায়....তারপর.... তারপর কি হল? চুপ করে গেলে কেন বাবা... তারপর... সিধুকে কি করেছে? বল বাবা....এভাবে দফায় দফায় দুঃসংবাদ না দিয়ে শেষ দফায় চুপ করে যেও না... একেবারে দফা রফা করে দাও।

মানতু- ব্রিজ খেলায় বসেছে সিধুরা। বাজি ধরে খেলা তো। বারোটা বাজিয়েও খতম হবে না—রাতভোর চলবে খেলা। এখন অব্দি সিধুর হার হচ্ছে খেলায়-বেজায় রকম হারছে সিধু-হেরে হেরে ঢোল হচ্ছে। মাসকাবারের মাইনে প্রায় কাবার। সিধু বলছে, যে মাটিতে পড়ে লোক-ওঠে তাই ধরে। যে-খেলায় টাকাগুলো মাটি হোলো, তার থেকেই টাকাগুলো তুলতে হবে। টাকা মাটি- মাটি টাকা! বারবার বলছে সে-মুক্ত পুরুষের মত'ই বলছে। বলছে যে, হয় বাজি জিতে বেবাক টাকা তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরবে, নয়- নয় তো সে....

ক্ষান্তমাসি- আত্মহত্যা করবে নাকি?

মানতু- নয় তো, ওর জামা-টামা বাঁধা রাখবে সব।কিন্তু পুরোনো পচা জামা কেউ নিতে চাইবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু জামার সঙ্গে সোনার বোতাম রয়েছে। হাতঘড়িটাও আছে তার। ফাউন্টেন পোনটাও যেন ছিল- আমার আসার সময় অব্দি ছিল। বুক পকেটে আটকানো দেখে এসেছি আমি। কিন্তু ফিরে গিয়ে ফের দেখতে পাবো কিনা বলতে পারি না।মরীয়া হয়ে খেলতে লেগেছে সিধুটা। আর পাগলের মতন ডাক দিচ্ছে।

ক্ষান্তমাসি- অ্যাঁ?

মানতু- -পাগলেরা যেমন ডাক ছাড়ে তেমনি ডাক.... মানে ব্রিজের কল দিচ্ছে সে--সে সব কল বা ডাক, ফেরত ডাকে বেয়ারিং হয়ে এসে ডবল মাশুল লাগছে তার।তাকেই গুণে দিতে হচ্ছে। নিজগুণেই দিচ্ছে, না নিয়ে তো ছাড়ান নেই এ খেলায়। তাই- তাই সিধু আমায় বলল--বলল, মানতু, যা তুই, ক্ষান্তমাসিকে বলগে যে আজ রাত্তিরে আমি বাড়ি ফিরতে পারবো না-আমার জন্যে যেন না ভাবে। আমার জন্যে যেন ভেবে ভেবে না মরে।মাসি যেন মনে করে যে আমি মোটর চাপা পড়েছি কি ছাদ ?থেকে পড়ে গেছি কি চীনেম্যানে ছুড়ি মেরেছে কি অমনি একটা কিছু হয়েছে আমার....যা হোক যেন ভেবে নেয়--! আমার জন্যে ভাবতে মানা করিস মাসিকে।

ক্ষান্তমাসি- আহা, কে যেন সেই মুখপোড়ার জন্যে ভাবতে গ্যাছে! ভেবে মরছে যেন কে!!!

-সমাপ্ত-